"মিষ্টি বাচ্চারা - বিদেহী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, স্বধর্মে স্থিত হতে পারলেই শক্তি পাবে, খুশি আর স্বাস্থ্যবান থাকবে, (আত্মার) ব্যাটারি ফুল হতেই থাকবে"

*প্রশ্নঃ - ড্রামাতে কোন্ বিষয়টি নির্ধারিত হওয়ার কারণ জেনে তোমরা বাচ্চারা সদা অটল থাকো?

*উত্তরঃ - তোমরা জানো বোমা ইত্যাদি যা কিছু তৈরি হয়েছে, এসব অবশ্যই ব্যবহার হবে । বিনাশ হবে তবেই তো আমাদের নতুন দুনিয়া আসবে । এটাই অনাদি কাল ধরে ড্রামায় নির্ধারিত, মরতে তো সবাইকেই হবে । তোমরা খুশিতে আছো যে, আমরা এই পুরানো শরীর ছেড়ে রাজধানীতে জন্ম নেবো । তোমরা ড্রামাকে সাক্ষী হয়ে দেখছো। এতে অস্থিরতার কোনও প্রশ্নই নেই , কান্নাকাটিরও প্রয়োজন নেই ।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন এই যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তাকে হিন্দু ধর্মে কেন নিয়ে এসেছে? কারণ খুঁজে বের করা উচিত । সর্বপ্রথম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল । তারপর যখন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন আর নিজেদের দেবতা বলতে পারেনি । তখন নিজেকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা বলার পরিবর্তে আদি সনাতন হিন্দু বলে দিয়েছে । শুধু দেবতা শব্দটি বদল করে হিন্দুস্তান রেখেছে । ঐ সময় ইসলামরা এসেছিল আর ঐ বাইরে থেকে আগতরা এসে হিন্দু ধর্ম নাম রেখেছিল । প্রথমে হিন্দুস্তান নামও ছিল না । সুতরাং আদি সনাতন হিন্দু দেবতা ধর্মাবলম্বীই বোঝা উচিত । ওরা প্রকৃতপক্ষেই ধর্মাত্মা । সবাই সনাতনী নয়, যারা পরে এসেছে তাদের আদি সনাতনী বলা হবে না । হিন্দুদের মধ্যেও পরে আসবে । আদি সনাতন হিন্দুদের বলা উচিত যে তোমাদের আদি সনাতন দেবতা ধর্ম ছিল । তোমরাই আদি সতোপ্রধান সনাতন ছিলে তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছো । এখন আবার স্মরণের যাত্রার দ্বারা সতোপ্রধান হয়ে ওঠো । তাদের এই ওষুধ ভালো লাগবে বাবা সার্জেন যে ! যাদের এই ওষুধ ভালো লাগবে তাদেরই দেওয়া উচিত । যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল তাদেরই স্মরণ করানো উচিত । যেমন বাচ্চারা তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে । বাবা বুঝিয়েছেন - কিভাবে তোমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছো । এখন আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । তোমরা বাচ্চারা স্মরণের যাত্রার দ্বারা সতোপ্রধান হয়ে উঠছ । যারা আদি সনাতন হিন্দু হবে তারাই প্রকৃতপক্ষে দেবী-দেবতা হবে আর তারাই আবার দেবতাদের পূজা করবে । ওদের মধ্যে যারা শিব বা লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম ইত্যাদি দেবতাদের ভক্ত, তারা হলো দেবতা গোত্রীয় (ঘরানার) । এখন স্মৃতিতে এসেছে -- যারা সূর্যবংশী তারাই আবার চন্দ্রবংশী হয়, সুতরাং এমন সব ভক্তদের খুঁজে বের করা উচিত । ফর্ম তাকে দিয়েই পূরণ করাবে যে বুঝতে এসেছে । প্রধান সেন্টার গুলোতে অবশ্যই পূরণ করার জন্য ফর্ম রাখা উচিত । যে আসবে তাকে প্রথম থেকেই অধ্যয়ন করাতে হবে । সর্বপ্রথম কথাই হলো যে বাবাকে জানে না তাকে বোঝাতে হয় । তুমি নিজের বড় বাবাকে (শিব) জানো না । তুমি আসলেই পারলৌকিক বাবার সন্তান । এখানে এসে লৌকিকের হয়েছো । তোমরা নিজের পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যাও। বেহদের বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । ওখানে অনেক ধর্ম হয় না । সুতরাং যে ফর্ম পূরণ করাবে তার উপরই সবটা নির্ভর করছে । যদিও কিছু বাচ্চা আছে যারা খুব ভালো বোঝাতে পারে কিন্তু যোগ করে না । অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করা সেটা নেই । স্মরণে স্থিত হতে পারে না । যদিও জানে আমি খুব ভালো বোঝাতে পারি, মিউজিয়াম ইত্যাদিও খোলে কিন্তু স্মরণ খুব কম । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা এতেই পরিশ্রম । বাবা সতর্ক করে দিচ্ছেন । এমনটা ভেবো না যে, আমি খুব ভালো কনভেন্স করতে পারি । কিন্তু এতে লাভ কি হবে? ঠিক আছে, স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে গেছো কিন্তু এতে তো বিদেহী হতে হবে । কর্ম করতে-করতে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । আত্মা এই শরীরের দ্বারা কর্তব্য করছে -- এটাও স্মরণে আসে না, খেয়ালেও আসে না যাদের তাদের বলে বুদ্ধু । বাবাকে স্মরণ করতে পারে না! সার্ভিস করার শক্তি নেই । বিনা স্মরণে শক্তি কোথা থেকে আসবে? ব্যাটারি কিভাবে ভর্তি হবে? চলতে-চলতে দাঁড়িয়ে পড়বে, শক্তি থাকবে না ।

বলা হয়ে থাকে রিলিজিয়াস ইজ মাইট (ধর্মই শক্তি) । আত্মা স্বধর্মে স্থিত হবে, তবেই তো শক্তি পাবে । অনেকেই আছে যাদের বাবাকে স্মরণ করা আসে না । তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায় । সবকিছু স্মরণে আসবে, কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে অসমর্থ হবে । যোগের দ্বারাই বল প্রাপ্ত হবে । স্মরণে অনেক খুশি আর স্বাস্থ্যবান থাকবে । তারপর পরবর্তী জন্মেও এমন তেজস্বী শরীর লাভ করবে । আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র পাবে । বলা হয় এতে ২৪ ক্যারেট সোনা আছে, সুতরাং ২৪ ক্যারেটের গয়না । এই সময় সবাই ৯ ক্যারেট হয়ে গেছে । সতোপ্রধানকে ২৪ ক্যারেট বলা হয়, সতোকে ২২ ক্যারেট,

এটাই বড় বোঝার ব্যাপার । বাবা বুঝিয়েছেন সর্বপ্রথম ফর্ম পূরণ করালেই বোঝা যাবে কতটা রেসপন্স করছে ? কতটুকু ধারণ করেছে? তারপরও কি এসে স্মরণের যাত্রায় স্থিত হচ্ছে ? স্মরণের যাত্রা দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । ওটা (লৌকিক) হলো ভক্তির শারীরিক যাত্রা আর এটা হল আত্মিক (রুহানী) যাত্রা। আত্মা (রুহ) যাত্রা করে । ভক্তিতে আত্মা আর শরীর দুই-ই যাত্রা করে। পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করলেই আত্মা তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠে । কাউকে প্রভাবিত করতে হলে বাবাকে কখনও বা কারও মধ্যে প্রবেশও করতে হয় । মা-বাবা দু'জনেই সাহায্য করেন - কখনও নলেজ দ্বারা কখনও বা যোগ দ্বারা । বাবা তো সদা বিদেহী (শরীর হীন)। শরীরের কোনো অনুভূতি নেই । সুতরাং বাবা দুই শক্তির দ্বারাই (জ্ঞান আর যোগ) সাহায্য করে থাকেন । যোগ না হলে শক্তি কোথা থেকে পাবে? কাউকে দেখেই বোঝা যায় এ জ্ঞানী না যোগী । যোগের জন্য বাবা প্রতিদিন নতুন নতুন পয়েন্টস বুঝিয়ে বলেন । আগে তো বাবা এ'সব বোঝাতেন না । কেবল বলতেন - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । বাবা তোমাদের এখন এত শক্তিশালী করে তুলেছেন যে, ভাই বোনের সম্পর্কও মুছে ফেলে শুধুমাত্র ভাই-ভাই এর দৃষ্টি যেন থাকে। আমরা আত্মা ভাই-ভাই । এ অনেক উচ্চ দৃষ্টি । শেষ পর্যন্ত এই পুরুষার্থ করে যেতে হবে । যখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে তখন এই শরীর ত্যাগ করবে, সুতরাং যতটা সম্ভব এই পুরুষার্থ বৃদ্ধি করতে হবে । বৃদ্ধদের জন্য অনেক সহজ। এখন আমাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে । ইয়ংদের এই ধরনের ভাবনা কখনও আসবে না । বৃদ্ধরা বাণপ্রস্থ অবস্থায় থাকে । বোঝা যায় ফিরে যেতে হবে । এইসব জ্ঞানের কথা বুঝতে হবে । কল্প-বৃক্ষ (ঝাড়) বৃদ্ধি হতেই থাকবে । বৃদ্ধি হতে হতে সম্পূর্ণ কল্প বৃক্ষ তৈরি হয়ে যাবে। কাঁটাকে বদলে নতুন ছোট ফুলের ঝাড় তৈরি করতে হবে । নতুন তৈরি হয়ে আবার পুরানো হয়ে যাবে । প্রথমে বৃক্ষ ছোট হবে তারপর বৃদ্ধি হবে । বৃদ্ধি হতে হতে শেষে গিয়ে কাঁটায় পরিণত হয় । প্রথমে হয় ফুল আর তার নামই হলো স্বর্গ । তারপর তার গন্ধ আর ঐ শক্তি থাকে না । কাঁটায় কোনও গন্ধ হয়না । সাধারণ ফুলেও গন্ধ থাকে না । বাবা হলেন বাগানের মালী আবার কান্ডারীও । সবার নৌকা পাড়ে নিয়ে আসেন । নৌকা পার কিভাবে করেন, কোথায় নিয়ে যান -- এটাও যারা বুদ্ধিমান বাচ্চা তারাই বুঝবে । যে বোঝে না সে পুরুষার্থও করে না । নম্বর অনুযায়ী আছে না! কোনও কোনও এরোপ্লেন তো শব্দের থেকেও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় । আত্মা কিভাবে উড়ে যায় - এটা কারো জানা নেই । আত্মা তো রকেটের থেকেও তীব্র গতিতে উড়ে যায় । আত্মার মত দ্রুত গতি আর কোনো জিনিসের হয় না । রকেট ইত্যাদির মধ্যে এমন কিছু জ্বালানি ঢালা হয় যা শীঘ্রই উড়িয়ে নিয়ে যায় । বিনাশের জন্য কত বারুদ ইত্যাদি তৈরি করে । স্টীমার, এরোপ্লেনে করেও বম্ব নিয়ে যায় । এখন তো সমস্ত কিছুই আগে থেকেই রেডি করে রাখে । সংবাদপত্রেও লেখে । এমনটা বলতে পারে না যে বোমা কাজে লাগাবো না । হতে পারে বোমা নিক্ষেপ হবে এমনটাই বলতে থাকে । এই সবই প্রস্তুত হয়ে চলেছে । বিনাশ তো নিশ্চয়ই হবে । বোমা নিক্ষেপ হবে না, বিনাশ হবে না -- এমন হতেই পারে না । তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া অবশ্যই প্রয়োজন । এটাই ড্রামায় নির্ধারিত । সেইজন্য তোমাদের অতীব খুশি হওয়া উচিত । কথায় আছে, কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ (মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার = শিকার মরলে শিকারীর খুশী)... ড্রামানুসারে সবাইকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে । বাচ্চারা, তোমাদের ড্রামার জ্ঞান থাকার কারণে তোমরা অস্থির হওনা, সাক্ষী হয়ে দেখো । কান্নাকাটির প্রয়োজন নেই, সময়ানুসারে শরীর তো ত্যাগ করতেই হবে । তোমাদের আত্মা জানে যে আমরা পরবর্তী জন্মে রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করবো । আমি রাজকুমার হবো । আত্মা জানে তবেই তো এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । সাপের মধ্যেও আত্মা আছে না ! ওরাও বলতে পারে আমরা এক খোলস ছেড়ে অন্য খোলস ধারণ করি । কখনও তো শরীর ত্যাগ করবে, তারপর আবার বাচ্চা হবে । বাচ্চা তো জন্ম নেয়, তাইনা! পুনর্জন্ম তো সবাইকেই নিতে হবে । এসবই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে ।

সর্বপ্রথম মুখ্য বিষয় হল বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে । যেমন ছোট বাচ্চা মা-বাবার সাথে একদম জড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনই অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বুদ্ধি যোগের দ্বারা বাবার সাথে জুড়ে থাকতে হবে । নিজেকে দেখতে হবে আমি কতটুকু ধারণ করতে সক্ষম হয়েছি । (নারদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী) । ভক্ত যতক্ষণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম না হবে ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না । এ শুধুই লক্ষ্মীকে বরণ করার কথা নয় । এটা তো বোঝার ব্যাপার । তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যখন আমরা সতোপ্রধান ছিলাম তখন বিশ্বে রাজত্ব করতাম । এখন আবার সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই পরিশ্রম তোমরা কল্প-কল্প ধরে প্রকৃত যোগ আর শক্তির দ্বারা করেই আসছো । প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমি কাউকে বোঝাতে কতটা সক্ষম হয়েছি? দেহ-অভিমান থেকে কতটা মুক্ত হতে পেরেছি? আমি আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি । আমি আত্মা এর দ্বারা (কর্মেন্দ্রিয়) কর্ম করি, এসব আমার অরগ্যানস । আমরা সবাই পার্টধারী । এই ড্রামায় এটাই বেহদের বড় নাটক । এখানে নম্বর অনুসারে সবাই তাদের অ্যাক্টর । আমরা বুঝতে পারি - এখানে মুখ্য অ্যাক্টর কারা । ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড গ্রেড কে কে । তোমরা বাচ্চারা বাবার দ্বারা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে জেনে গেছো । রচয়িতার দ্বারাই রচনার নলেজ পাওয়া যায় । রচয়িতা এসেই নিজের আর

রচনার রহস্য বুঝিয়ে বলেন । ইনি (ব্রহ্মা শরীর) হলেন ওনার রথ, যার মধ্যে প্রবেশ করেন । তোমরা বলতে পারো, তবে তো দু'জন আত্মা । এটাও সহজ কথা । যখন পিন্ড দান করা হয় তখন আত্মা তো আসে না ! পূর্বে তারা আসত আর তাদেরকে কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করা হতো । এখন তো তমোপ্রধান হয়ে গেছে । কেউ-কেউ এখনও বলে আমি পূর্ববর্তী জন্মে অমুক ছিলাম । ফিউচারের কথা বলতে পারে না । অতীতের কথা বলে থাকে । সব কথা তো কেউ বিশ্বাস করে না ।

বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমাদের শান্ত হতে হবে । তোমরা যত জ্ঞান-যোগের দ্বারা শক্তিশালী হবে ততই সলিড (খাঁটি) হতে পারবে । এখনও অনেক বাচ্চা সহজ-সরল । ভারতবাসী দেবী-দেবতারা কত সলিড ছিল । ধন সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল । এখন তো সব রিক্ত । ওরা ছিল সলভেন্ট, যেখানে তোমরা হয়ে উঠছো ইনসলভেন্ট । তোমরা নিজেরাই জানো ভারত কি ছিল আর এখন কি হয়েছে । অনাহারে মরতে হবে । শস্য-আনাজ, জল কিছুই পাওয়া যাবে না । কোথাও বন্যা হবে, আবার কোথাও একফোঁটা জলও থাকবে না । এই সময় চতুর্দিকে দুঃখের ঘনঘটা ছড়িয়ে আছে, সত্য যুগে থাকে সুখের ঘনঘটা । এই খেলাকে তোমরা বাচ্চারাই বুঝেছ আর তো কেউ জানেই না । ব্যাজ ব্যবহার করেও ভালো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে উনি হদের লৌকিক পিতা আর ইনি (শিব বাবা) অসীম জগতের পারলৌকিক পিতা । এই পিতা একবারই সঙ্গমে এসে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন । নতুন দুনিয়া সৃষ্টি হয় । এখন হলো আয়রন এজ (লৌহযুগ) এরপর গোল্ডেন এজ(স্বর্ণ যুগ) অবশ্যই হবে । তোমরা এখন সঙ্গমে আছ । অন্তর স্বচ্ছ হলে ইচ্ছেও পূর্ণ হবে। রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করো -- কোনও খারাপ কর্ম করিনি তো? কারও প্রতি অন্তরে বিকার ভাবনা আসেনি তো? অন্তরের আনন্দে আছি? না নানা গল্প করে সময় নষ্ট করেছি? বাবার আদেশ হলো - মামেকম্ স্মরণ করো । যদি স্মরণ না করো তবে আদেশ অমান্যকারী হয়ে যাবে । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) জ্ঞান-যোগের খুশিতে থাকতে হবে । অন্তর স্বচ্ছ রাখতে হবে । ব্যর্থ চিন্তা করে নিজের সময় নষ্ট কোরো না ।

২). আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে - এই অভ্যাস পাক্কা করতে হবে । বিদেহী হয়ে স্বধর্মে স্থিত হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদানঃ- স্ব স্বরূপ আর বাবার সত্য স্বরূপকে জেনে সত্যতার শক্তি ধারণকারী দিব্যতা সম্পন্ন ভব

যে বাচ্চারা নিজের স্ব স্বরূপকে বা বাবার সত্য পরিচয়কে যথার্থ রূপে জেনে যায় আর সেই স্বরূপের স্মৃতিতে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সত্যতার শক্তি এসে যায়। তাদের প্রতিটি সংকল্প সদা সত্যতা বা দিব্যতা সম্পন্ন হয়। সংকল্প, বাণী, কর্ম আর সম্বন্ধ সম্পর্ক সবকিছুতে দিব্যতার অনুভূতি হয়। সত্যতাকে প্রমাণিত করার আবশ্যকতা থাকে না। যদি সত্যতার শক্তি থাকে তাহলে খুশীতে নাচতে থাকবে।

স্লোগানঃ- সকাশ দেওয়ার সেবা করো তাহলে সমস্যাগুলি সহজেই পালিয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;